প্রশ্ন। এখানে দেবতাদের কাছে তারা অন্ন ... আত্মনির্ভর তা
যেমন প্রার্থনা জানিয়েছেন সেরকম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা তারা করেছেন, কিন্তু বেদ একটি সুউচ্চ দার্শনিক ভাবনার ভিত্তিভূমি। বৈদিক মন্ত্র যদি শুধুই দেবতাদের কাছে প্রকাশ্যের জাগতিক বস্তু কামনার মাধ্যম হত তবে বৈদিক দর্শনের আবির্ভাব সম্ভব হত না। তাই তিনি মনে করেন যে বেদের মন্ত্রে দুটি তাৎপর্য আছে। বহিরঙ্গের অর্থের থেকে পৃথক করে মন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য উদঘাটনের গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি তার ব্যাখ্যায়, ঐ পদ্ধতিতে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অরবিন্দের ব্যাখ্যায় ভাষাতাত্ত্বিকদের শব্দের বহিরঙ্গের গঠনগত আলোচনাকে অতিক্রম করে আর তার উত্তরণ ঘটেছে শব্দের অন্তর্নিহিত উদঘাটনে, তার উদাহরণ বর্ণনায় 'গোমতী অশ্ববতী' বাক্যদ্বয়ের ব্যাখ্যায় যখন পার্থিব গাভী ও অশ্বকে বুঝিয়েছেন ঋষি অরবিন্দ, সেখানে বলেছেন যে আলো ও শক্তির দুই স্তরের ভাবনা চৈতন্য ও বলকে নির্দেশ করেছে গো ও অশ্ব এই দুটি শব্দ।

বৈদিক বা বৈদান্তিক দর্শনানুসারে কার্যের মূলে রয়েছে ঐ দ্বৈত ভাবনা, শুধু তাই নয় মানুষ যখন যজ্ঞফল হিসাবে গো ও অশ্বকে কামনা করেন তা প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য লোকের উদ্ভাস ও জ্ঞানশক্তির প্রাদুর্ভাবকেই বোঝায়, শ্রী অরবিন্দ প্রথম ভারতীয় বিদ্বান যিনি প্রথম ইংরাজী ভাষায় লেখা শুরু করেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১০টি, পরবর্তী বাংলা ভাষায় সাতটি, ইংরাজী ৩৩টি, সংস্কৃত ৪টি। তার রচনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মহাকাব্য

হল ... অবি...
গোয়া পাওয়া ...
1) The life ...
2) Essays ...
3) Savitri ...
4) Mother ...
5) The Hero ...
6) Urvasie ...
7) Song of ...
8) The age ...
9) A Syste...
10) The R...
11) speec...
সংস্কৃত ...
1) শ্রীঅর...
11) তাদি...
iii) ...
অপ্রকৃত ...
1) ...
অবশিষ্ট...
তাৎপর্য...
যে বৌ...
করেছি...
অরবি...

হল 'সাবিত্রী'; তার সমগ্র লেখাতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির
ছোঁয়া পাওয়া যায়, সেগুলি হল নিম্নরূপ — The

1) The life Divine
2) Essays on Gita
3) Savitri
4) Mather India
5) The Hero And The Nymph.
6) Urvasie
7) Song of Myrtilla and other Poems.
8) The age of kalidas
9) A System of National Education
10) The Renaissance in India
11) Speeches of Auporinda

বাংলাভাষায়।

i) শ্রীঅরবিন্দের নিরুক্ত (iii) কৈবল্যোপনিষদ্ভাষ্য v) মন্ত্র
ii) তান্ত্রিকসিদ্ধিপ্রকরণম্, iv) সংস্কৃতে ধৃতরাষ্ট্র vi) কারাকাহিনী
vii) ধর্ম ও জাতীয়তা viii) অরবিন্দের পত্র ix)

সংস্কৃত ভাষায়

i) ভবানীভারতী

অরবিন্দের ব্যাখ্যা যাজ্ঞিক দের ব্যাখ্যার বিপরীতে অবস্থিত। এই ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সেখানে ঋষি অরবিন্দ মনে করেন যে বৈদিক মন্ত্র প্রতীকধর্মিক তার বৈশিষ্ট্যটি স্বীকার করেছিলেন বৈদিক মন্ত্রের অর্থের রূপান্তর ঘটে যায় অনিবার্যভাবে। অরবিন্দ বৈদিক দেবতাদেরও প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করেছেন তার

Scanned with CamScanner

সূত্রম সূত্রাবলো বিদুঃ।

বার্তিক: উক্তানুক্তদুরুক্তার্থ ব্যক্তিকারি তু বার্তিকম্।

ভাষ্য:- সূত্রার্থ বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ
সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।

বেদের প্রথম ভাষ্যকারের নাম স্কন্দস্বামী ও তার ভাষ্যের নাম বেদার্থ প্রকাশ।

দয়ানন্দ সরস্বতী:— আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ ব্যাখ্যায় কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। সায়নাচার্য ও ইউরোপীয় ব্যাখ্যাকারদের বিরোধিতা করে তিনি স্বতন্ত্র একটি ব্যাখ্যা ধারার প্রবর্তন করেন, ঋগ্বেদের সায়নাচার্যের পর ভারতীয় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভাষ্যরচনা করেছেন, ঋগ্বেদ ভাষ্যের উপর একটি দীর্ঘ উপক্রমণিকা তিনি রচনা করেছেন। প্রথমেই বেদ শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি পৃথক "অর্থ" প্রকাশ করে বলেছেন,
—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়মিতি নেতি"? অর্থাৎ বেদ বলতে তিনি বেদের মন্ত্রভাগকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করেছেন। যদিও পূর্বাচার্যদের মতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ, কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতী এই মতকে খণ্ডন করে বলেন যে এই ব্রাহ্মণ অংশগুলিতে পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি স্থান পেয়েছে, এটি বেদের ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং ঋষিদের দ্বারা রচিত ঈশ্বরের দ্বারা নয় তাই এটি বেদ নয়।

তিনি মনে করেন যে ব্রাহ্মণ অংশের প্রামাণ্যই নেই। বেদের অধিকারী প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যে কোনো ব্যক্তি স্ত্রী-শূদ্র যারা দ্বিজাতি তারা সকলে বেদ অধ্যয়নের অধিকারী।

এছাড়া বেদের প্রতিপাদিত যেমন ত্রিবর্ণ নিয়োগ প্রথা, বর্ণ ব্যবস্থা, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থ, রাজাপ্রজার সম্বন্ধ প্রভৃতি তিনি ব্যাখ্যাপূর্বক আলোচনা করেছেন। দয়ানন্দ বিশ্বাস করতেন যে বৈদিক যুগ থেকে ঋষিরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। যেমন বলেছেন যে — অয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীত্। (10/189/1), ও সূর্যা ভূমো বর্তনিঃ মহ্যোতি (০ 10/65/6)। অর্থাৎ তিনি উপরিউক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, আপন আপন পরিধিতে ভ্রমণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে আকর্ষণ বিদ্যার কথাও ঋষিরা জানতেন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে "যদা তে হর্যতা হরী" (8/12/28) ইত্যাদি মন্ত্র তিনি মনন করে বলেছেন যে সবিতা, বায়ু, সূর্যের সঙ্গে পরমেশ্বরে আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যুক্ত। প্রাচীন গণিত শাস্ত্রের নানা সূত্রও তিনি খুঁজে পেয়েছেন বৈদিক সাহিত্যে।

উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত স্বামী দয়ানন্দ

সরস্বতী ১৮25 খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মিষ্ঠ ২৫। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল মূলজী বা মূলশঙ্কর। তিনি সামবেদের ঔদীচ্য শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন। মথুরার স্বামী বিরজানন্দ

নামক সন্ন্যাসী তাকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দান করেন। 1877 খ্রীষ্টাব্দের দয়ানন্দ সরস্বতী তার বৈদগ্ধপূর্ণ বেদভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভাষ্যটি সকল সংস্কৃতে বিরচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষায় অনুবাদ স্বামীজি স্বয়ং করেছেন। বিশাল ভাষ্য রচনার পূর্বে "ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা" অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চার বেদের ভাষ্য তিনি লেখেন। 1884 খ্রিষ্টাব্দে দীপাবলির উৎসবের দিন তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। 1877 থেকে —1884 · ৭ বছর তিনি ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় ঋক পর্যন্ত ভাষ্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে দয়ানন্দ কর্তৃক মন্ত্রব্যাখ্যা পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া যাক। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের অগ্নি দেবতাদের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন — "অগ্নি প্রথমত ঈশ্বর সাক্ষাৎ শক্তি আপন অর্থ্যতে।" বিভিন্ন মন্ত্র ও স্মৃতিবাক্যের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের অভিমত। এখানে অগ্নি হলেন লৌকিক অগ্নি যা বিভিন্ন কলাকৌশল ও বিমান প্রভৃতি যানবাহনের ব্যক্তি তাই বিদ্বান, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অন্বেষণ করেন। এই অগ্নি বিভিন্ন শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি ক্রিয়াত্মক জ্ঞানের প্রকাশক ও ধারক তাই তিনি "যজ্ঞস্য দেবম্", হোতারম্ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত।

এই ভাবে স্বামী দয়ানন্দ মন্ত্রের দেবতাদের মধ্যে

কখনও পরমাত্মা, কখনও বা বিজ্ঞান প্রভৃতির তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রসূত। ফলে সায়ণ প্রভৃতি প্রাচ্য ব্যাখ্যাকারদের সঙ্গে যেমন তাঁর অমিল, তেমনই গ্রিফিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকারদের থেকেও তার মত পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

Scanned with CamScanner

ঋষি অরবিন্দ:- সমগ্র ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে দার্শনিক
মন্ত্রের মাত্র ব্যাখ্যা করেছেন আর
তত্ত্বধর্ম সম্বলিত কয়েকটি মন্ত্রের মাত্র ব্যাখ্যা করেছেন আর সমগ্র বেদ।
আধ্যাত্ম ধারায় কিন্তু দার্শনিক চেতনার আলোকে সমগ্র বেদ। বর্তমানযুগের
মন্ত্রের ব্যাখ্যার একটি নতুন পথ নির্দেশ করেছেন. বর্তমানযুগের
কয়েকজন মনীষী। এদের মধ্যে ঋষি অরবিন্দের নাম সর্বপ্রথম
উল্লেখযোগ্য।

"জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়
কল্যাণ পূত কর্মে;"

উক্ত বাণীর যথার্থ রূপকার হলেন শ্রী অরবিন্দ। তিনি একাধারে দেশপ্রেমিক, যোদ্ধা, দার্শনিক যোগী পুরুষ, অন্যদিকে মহর্ষি, কবি, ও মহাপুরুষ ১৮৭২ খ্রী: 15 August কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতা স্বর্ণলতা দেবী। মাত্র 5 বছর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য ল্যারেটো কনভেন্ট বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর পড়ার পর সাত বছর বয়সে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেখানে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'কিংস' কলেজে ভর্তি হন। কৃতী ছাত্র অরবিন্দ সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরি গ্রহণ না করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন,

বেদব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন ঋষি অরবিন্দ। তিনি মনে করতেন যে বেদমন্ত্রের তত্ত্বধর্ম সায়ন বা পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকারদের রচনায় পরিস্ফুট হয়নি।

Scanned with CamScanner

[illegible] ৩৬০ [illegible]:

চেতনার আলোকে। প্রাকৃতিক অবস্থান থেকে দেবতাদের ভাবনারূপে, ঋগ্বেদের উত্তরণ ঘটেছে আধ্যাত্মিক

প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি অরবিন্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন 'May, Agni, Priest of the offering whose will towards Action is that of the seer, who is true most ~~seach~~ rich in varied ~~inspire~~ inspiration, come, A god with the gods'।

এখানে অরবিন্দের দৃষ্টিতে সত্যের ও ঋতের মূল ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে, এখানে যজ্ঞাগ্নি সত্যের একটি প্রতীক মাত্র, সত্য চৈতন্যকে যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ঋষি বা কবি এবং তিনি বিচিত্র প্রেরণাশক্তিতে সমৃদ্ধ। ঋষি অরবিন্দের এরূপ ব্যাখ্যা পদ্ধতিকে 'Method of ~~Esoteric~~ Esoteric interpretation' বলা হয়।

— o —

Scanned with CamScanner